কেন্দ্র ও রাজ্যের সমালোচনায় অধীর রঞ্জন চৌধুরি

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ১২ জুলাই শহিদ মিনারে কংগ্রেসের সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে বৈঠক করলেও রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর নামাতে রাজি নন অধীর চৌধুরি। আর সেই কারণেই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সহ এক গুচ্ছ ইস্যুতে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন জারি রাখছে প্রদেশ কংগ্রেস। এই সমস্ত ইস্যুতে আগামী ১২ জুলাই শহিদ মিনারে সভাও করবে কংগ্রেস। সোমবার বিধানভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথাই জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রদেশ কংগ্রেস যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে সেকথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর কথায়, ‘কংগ্রেস নিজের শক্তিতেই লড়াই জারি রাখবে।’ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ‘শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ঠিক হয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জেলাস্তরে কমিটি তৈরি করা হবে। যদি মনে হয়, নেতৃত্ব বদলের প্রয়োজন সেটাও করা হবে।’ সোনিয়ার সঙ্গে মমতার বৈঠক হলেও তাতে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের সমঝোতা হতে পারে, এই তত্ত্ব মানতে নারাজ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর ব্যাখ্যা, ‘সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে যে বৈঠক হয়েছে সেটা শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই নয়, অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরাও বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। এই ধরনের বৈঠক নোট বাতিলের সময়েও হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, প্রদেশ কংগ্রেস রাজ্যে তৃণমূলের অপশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখতে পারবে না।’ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে অধীর চৌধুরি বলেন, কেন্দ্রে এনডিএ সরকার ও রাজ্য সরকার একই মুদ্রার দু’টি দিক। আমরা দেখেছি, সম্প্রতি বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তিন বছর পূর্ণ করেছে। এখানে তৃণমূলের দ্বিতীয় সরকারেরও প্রথম বছর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু দুই সরকারই নিজেদের সাফল্যের ঢাক পেটাচ্ছে। কিন্তু সাফল্যের যে দাবি করা হচ্ছে তা ঠিক নয়। রাজ্যে শিল্পের প্রসার নিয়ে কিছুই করা হচ্ছে না। ফলে কর্মসংস্থানও হচ্ছে না। কৃষকরাও খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ভুয়ো চিকিৎসক কাণ্ডেও রাজ্য সরকারকে নিশানা করতে ছাড়েননি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি বলেন, আমরা জানতে পারি না কীভাবে রাজ্যে চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ভুয়ো চিকিৎসক নিয়ে যে খবর সামনে এসেছে তা ভয়ঙ্কর। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর প্রশ্ন, ‘২০১১ সাল থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য দফতর নিজের কাছে রেখেছেন। কীভাবে ভুয়ো সার্টিফিকেট পাচ্ছে ডাক্তাররা? কীভাবে তারা চাকরি পাচ্ছেন? এইভাবেই কী মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য দফতর চালান? ৬ বছর ধরে কী করলেন মুখ্যমন্ত্রী?’ অধীর চৌধুরি বলেন, বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আইনও আনা হয়েছে। কিন্তু অ্যাপোলো ও আমরির মতো হাসপাতালের বিরুদ্ধে রাজ্য কী ব্যবস্থা নিয়েছে? প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, রাজ্যের জন্য প্রকল্পের টাকা যাতে দেওয়া হয় সেই বিষয়েই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। কিন্তু উন্নয়ন নিয়ে যদি সত্যিই ভাবতেন তাহলে তাঁর নীতি আয়োগের বৈঠকে অংশ নেওয়া উচিত ছিল।

গবাদি পশু সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ফরমান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ দিলীপের

স্টাফ রিপোর্টার: গবাদি পশু নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা যে মানবেন না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাঁর এই সিদ্ধান্তকে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী যে এটা বলবেন সেটা আমরা জানতাম। কেরলে সিপিএম আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একটু সময় নিলেন। পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের সেন্টিমেন্ট কাজ করছে তার জন্য ভাবতে সময় নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।’ দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, ‘একদিকে সমাজ বিরোধী, দেশ বিরোধী শক্তির চক্রান্ত। আর অন্যদিকে জামাত, সিমি বোমা ফাটাচ্ছে। রাজ্যকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধে হিন্দু সেন্টিমেন্ট কাজ করছে এখানে। রাম নবমীর মিছিলে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ শামিল হয়েছিলেন। এসব দেখে মুখ্যমন্ত্রী ঘাবড়ে গিয়েছেন। তাই ভেবেচিন্তে মতামত দিচ্ছেন। তবে উনি যে কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মানবেন না, সেটা আমরা আশাই করেছিলাম।’ তাঁর আরও বক্তব্য, ‘গোহত্যা একটি স্পর্শকাতর বিষয়। বিজেপি নির্বিচারে গোহত্যার বিরুদ্ধে। বেআইনিভাবে গবাদি পশু কেনাবেচারও বিরোধী। লালবাজার অভিযানের পর এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে যে বিজেপি বুথ স্তরে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে চাইছে সে কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, জুন মাসেই বুথ স্তরে সংগঠন বিস্তারের কাজ শুরু করে দেবে কর্মীরা। প্রায় ১২ হাজার কর্মী ৭ থেকে ২৩ জুন পর্যন্ত বুথে বুথে গিয়ে সংগঠন বাড়ানোর কাজে যুক্ত থাকবেন বলে জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তবে এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সাফল্যও মানুষের কাছে তুলে ধরে জনসংযোগ বাড়াতে চায় বিজেপি। সেই কারণেই জুন মাসে ‘মোদী ফেস্ট’-এর আয়োজন করছে বিজেপি। দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, ৩৪টি জায়গায় মোদী ফেস্টের আয়োজন করা হবে।

প্রমাণের অভাব, জামিন ৭ বিজেপি কর্মীর

স্টাফ রিপোর্টার: লালবাজার অভিযানের ঘটনায় জামিন দেওয়া হল সাত বিজেপি কর্মীকে। ২৫ তারিখ রাজ্য বিজেপির ডাকে লালবাজার অভিযানের সময় দিলীপ ঘোষ-কৈলাস বিজয়বর্গীয়দের সঙ্গেই গ্রেফতার করা হয় এদেরও। মূলত সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও পুলিশের গাড়ির উপর হামলার অভিযোগে এই বিজেপি কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।

সোমবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তাঁদের তোলা হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের অভাবে জামিন দেওয়া হয়। তিনদিন ধরে ধৃতদের টানা জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সোমবার বিচারকদের সামনে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণই পেশ করতে পারেনি পুলিশ। শুনানির সময় আদালত চত্বরে হাজির ছিলেন প্রচুর বিজেপি সমর্থক। শুনানি চলাকালীন আসেন বিজেপি সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ও।

কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীকে নিগ্রহের দায়ে ৩ জনের দুই দিনের পুলিশ হেফাজত

স্টাফ রিপোর্টার : রবিবার গভীর রাতে এক কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে নিগ্রহের দায়ে দুই মহিলাসহ এক জনকে দু’দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ একটি গাড়িতে করে দুই মহিলা সহ এক ব্যক্তি প্রিন্সেপঘাট সংলগ্ন একটি বাথরুম ব্যবহারের জন্য গেলে দেখেন সেটি তালাবন্ধ। সকলেই মদ্যপ অবস্থায় ছিল। সেই সময় সেখানের একটি কিয়স্কে ডিউটিতে থাকা এএসআই পদের এক পুলিশকর্মী তাদের জানান, বাথরুমটি কেএমসির এবং সেটি রাতে তালা বন্ধ অস্থায় থাকে। চাবিও থাকে কেএমসি’র কর্মচারীদের কাছে। কিন্তু মদ্যপ অবস্থায় থাকায় তারা ওই পুলিশ কর্মীর ওপর চড়াও হয়। সেখানে সাব ইন্সপেক্টর এসকে মিত্র পৌঁছালে, তাঁকেও সমানভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়। পুলিশ কর্মীরা কিছু সময়ের মধ্যেই যোগায়োগ করে কেএমসি’র কর্মচারীদের সঙ্গে। তারা এসে বাথরুমের তালা খুলে দিলে মদ্যপ তিন জন বাথরুম ব্যবহার করেন। তবে ঘটনার শেষ সেখানেই হয়নি। তিতাস ব্যানার্জী (৩৬), ইপ্সিতা সেনগুপ্ত(২৬) এবং বছর ৫২-এর তপন নন্দী ফের থানায় এসে তারস্বরে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে। পুলিশকর্মীদের অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দেয়। এক মহিলা পুলিশকর্মীকে সেখানে নিয়ে এসে তাদের পরীক্ষা করে দেখা যায় সকলেই মদ্যপ। এরপরে তাদের বিরুদ্ধে সাউথ পোর্ট থানায় ৩৫৩,৩৩২,১১৪ এবং ১৮৫ এমভি আইনে অভিযোগ দায়ের করেন সাব ইন্সপেক্টর এস কে মিত্র।

মহিলা পুলিশকর্মীর সহযোগিতায় মদ্যপ দুই মহিলা সহ ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। সকালে দুই মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়। তিন জনকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের ২ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

কুখ্যাত মোটরবাইক চোরের ২ বছরের জেল

স্টাফ রিপোর্টার : একাধিক বাইক চুরির ঘটনায় কুখ্যাত মোটর বাইক চোরের দুই বছরের জেল ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার সাজা ঘোষণা করলেন বিচাররক। পুলিশ সূত্রের খবর, বেনিয়াপুকুর থানার ১টা ইয়ামাহা ও ১৫ টি বাইক চুরির ঘটনায় মোটরবাইক চোর বিজয় সাহুকে এদিন শিয়ালদহ আদালতে তোলা হলে, বিচারপতি তাকে ২ বছরের জেল এবং ১০ হাজার টাকা জারিমানা ধার্য করেন। ২৭ জানুয়ারি সুন্দরীমোহন এভিনিউ এলাকার থেকে বাইক চুরির ঘটনায় বেনিয়াপুকুর থানায় দয়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয় বিজয় সাহু ওরফে গোরাকে। আনন্দপুর থানার নোনাডাঙা রোডের বাসিন্দা বিজয় ধরা পরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাশিপুর থানা এলাকার ভাঙরের কাছ থেকে। উদ্ধার হয়েছে একটি বাইকও। কলকাতা পুলিশের খাতায় বছর ৩৫-এর গোরা ওরফে বিজয় সাহু নামকরা মোটরবাইক চোর হিসাবে চিহ্নিত বলেই জানালেন গোয়েন্দা কর্তা বিশাল গর্গ।

কুখ্যাত মোটরবাইক চোরকে শেষ পর্যন্ত গরাদের ওপারে পাঠাতে পেরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।

পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক সিটু সহ বিভিন্ন কর্মচারী সংগঠনের

স্টাফ রিপোর্টার: নবান্ন অভিযানে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবার পথে নামতে চলেছে সিটু সহ নানা কর্মচারী সংগঠন। আগামী ২ জুন ধর্মতলা থেকে প্রতিবাদ মিছিল করবে সিটু সহ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন সমূহ। এর মধ্যে রয়েছে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি-ও। মিছিল শেষ হবে কলেজ স্কোয়ারে। কর্মসূচির কথা ঘোষণা করে সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিটুর রাজ্য সভাপতি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেন,‘ নবান্ন অভিযানের সময় আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ ব্যাপক অত্যাচার চালিয়েছে। সাংবাদিকরাও আক্রান্ত হয়েছেন। তার বিরুদ্ধেই আমরা প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছি।’ আগামী ২ জুন কলকাতায় কেন্দ্রীয় ভাবে মিছিলের পাশাপাশি রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ সংগঠিত করা হবে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে। তৃণমূলের সরকারকে ‘স্বৈরাচারী’ আখ্যা দিয়ে সিটুর রাজ্য সম্পাদক অনাদি সাহু বলেন, নবান্ন অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন গরিব কৃষক থেকে শুরু শ্রমিক। তাদের বক্তব্য না শুনে বীরভূমে চলে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। এইভাবে রাজ্য সরকার স্বৈরাচারী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। তার বরুদ্ধেই আমাদের প্রতিবাদ।’ তিনি আরও বলেন, অভিযানের দিন নবান্নে গিয়েছিলেন বাম বিধায়করা। তাদের গ্রেফতার করা হল। আবার আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশকে লেলিয়েও দেওয়া হল। মহিলাদেরও রেয়াত করা হয়নি। সাংবাদিকরাও পুলিশি আক্রমণের শিকার হয়েছেন।

এই ঘটনা রাজ্যে কোনওদিন দেখা যায়নি। আইএনটিইউসির রাজ্য সভাপতি রমেন পান্ডের বক্তব্য, নবান্ন অভিযানে যেভাবে পুলিশ লাঠি চালিয়েছে তা মেনে নেওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এইভাবে দমন করা যায় না। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তৃণমূল সরকারের গণতন্ত্র বিরোধী এই বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত ইউনিয়ন ও ফেডারেশন এবং জেলা কমিটিগুলি প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করবে বলেও এদিন শ্রমিক সংগঠনের নেতারা জানিয়েছেন।

রেস্তোরাঁর আগুনে পুড়ে মৃত ১, আহত ১

স্টাফ রিপোর্টার : কলকাতা বিমানবন্দর সংলগ্ন শরৎ কলোনির কাছে ভজহরি রান্না নামে একটি রেস্তোরাঁয় আগুন লেগে মৃত্যু হল রবীন রাউত নামে ওই রেস্তোরাঁর এক কর্মচারীর। এদিন ১১ :১৫ নাগাদ ওই রেস্তোরাঁর কর্মী রবীন রাউত গ্যাসের ওভেন বন্ধ না করেই সিলিন্ডার বদল করতে শুরু করেন। জ্বলন্ত সিলিন্ডার থেকে গ্যাস লিক করে আগুন লেগে যায় ভর্তি সিলিন্ডারে। যার ফলে গ্যাস ভর্তি ওই সিলিন্ডার ফেটে যায়। তার পাশে থাকা দীপঙ্কর নাথ নামে এক শেফ সেই আগুনে প্রায় ৮০ শতাংশ পুড়ে যায় বলে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

রেস্তোরাঁর অন্য কর্মীরা জানিয়েছেন, সোমবার সকালে ওই রেস্তোরাঁর দোতলায় অন্য দিনের মতোই রান্না করার কাজ করছিলেন দীপঙ্করবাবু। সেই সময় হঠাৎই বাসনে কালি পড়তে দেখে তিনি বুঝতে পারেন গ্যাস শেষ হয়ে এসেছে। সেই কারণে তিনি রবীনকে ডেকে সেই গ্যাসটি বদল করে দিতে বলেন। সেই মুহূর্তে ঘটে যায় দুর্ঘটনা। আহত দীপঙ্করকে বারাসত জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত। মৃত রবীন রাউতের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জানা গেছে। এদিন আগুন লাগার পর রেস্তোরাঁর বাকি কর্মীরা তৎক্ষণাৎ অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থার সাহায্যে ওই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকল কর্মীরা এসে রেস্তোরাঁর সব কাঁচ ভেঙে ভিতরের ধোঁয়া বার করে দেন। দমকলের ২টি ইঞ্জিন প্রায় ৩০ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল ডেপুটি ডিএফএস সমীর চৌধুরী অভিযোগের সুরে বলেন, ‘ওই রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এত বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুরনো অগ্নি-নির্বাপণ ব্যবস্থা এখন যথেষ্ট নয়। স্মোক ডিটেক্টর, স্প্রিংক্লার্ক সিস্টেম ব্যবহার করা হলে এই ঘটনা ঘটত না।’ দমকলের পক্ষ থেকে ওই রেস্তোরাঁর বিরুদ্ধে এয়ারপোর্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এদিন সকালে শরৎ কলোনিতে যশোর রোডের উপর বারাসত বোটানিক্যাল গার্ডেন রুটের একটি বাসের ইঞ্জিন আগুন লেগে উত্তেজনা ছড়ায়। বাসের ড্রাইভার ও কন্ডাক্টাররাই আগুন নিভিয়ে ফেলেন। অন্যদিকে এদিন বিধাননগরের স্বাস্থ্যভবনের একটি ঘরে শর্ট সার্কিটের জেরে ধোঁয়া দেখা দেয়। এর ফলে কর্মীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কর্মীরাই বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে পরিস্থিতি আয়ত্তে নিয়ে আসেন।

এসইউসিআই-পুলিশ সংঘর্ষ

স্টাফ রিপোর্টার: বাম-বিজেপির পর এবার এসইউসিআইয়ের ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভে ও পুলিশের বিরুদ্ধে লাঠিচার্জের অভিযোগ। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার দাবিতে সোমবাব বিধানসভার ছয়’নম্বর গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ডিএসও। শুরু হয় ধুন্ধুমার। বিক্ষোভ থামাতে প্রচুর পুলিশ বাহিনী আগে থেকেই মোতায়েত ছিল। সোমবার ছিল বিধানসভা অধিবেশনের শেষদিন। এদিন সকাল ১০ টা নাগাদ বিধানসভার উত্তর গেটে আচমকাই মিছিল করে জমায়েত হয় ডিএসও ও এসইউসিআইয়ের সমর্থকেরা। সেখানেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে তারা। অভিযোগ, শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করলেও, পুলিশ বিনা প্ররোচনায় লাঠি চালাতে শুরু করে। দু’পক্ষের মধ্যে হুলুস্থুল বেধে যায়। পরিস্থিতি সামলাতে লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। নামানো হয় র‍্যাফও। ধস্তাধস্তিতে এক এসইউসিআই কর্মীর মাথা ফেটে যায়। ৭০ জন কর্মী-সমর্থককে আটক করে পুলিশ।

স্বাস্থ্যভবনে আগুন, বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

স্টাফ রিপোর্টার: আচমকাই আগুন স্বাস্থ্য ভবনে। সোমবার সকাল ১০ টা নাগাদ স্বাস্থ্য ভবনের চারতলায় এই আগুন লাগে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। তবে দমকল আসার আগে স্বাস্থ্য ভবনের নিজস্ব অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রের সাহায্যে সেই আগুন নিয়ন্ত্রনে আনা হয়।

দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লাগে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। স্বাস্থ্য দফতরের সূত্রে খবর, এদিন স্বাস্থ্যসচিব বিনোদ কুমারের আপ্ত সহায়কের ঘরে এই আগুন লাগে। তবে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রের সাহায্যেই প্রাথমিকভাবে এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ঘটনাস্থলে আসে বিধাননগর থানার পুলিশ। তবে কীভাবে এই আগুন লাগল তা নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস, বর্ষা আসছে

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে ঘূর্ণিঝড় ‘মোরা’। তবে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া এই ঘূর্ণিঝড় মোরা তার গতিপথে যে ঘূর্ণাবর্তের তৈরি করেছে তার ফলে বাংলাদেশ যাওয়ার পথেই ঝড়-বৃষ্টি উপহার পাবে শহর কলকাতা। রবিবার বিকেল থেকেই এই ঘূর্ণিঝড় শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। মঙ্গলবার এই ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশ উপকূলে আছড়ে পড়বে। এর জেরেই আপাতত দক্ষিণবঙ্গে কলকাতা সহ বেশ কয়েকটি জেলায় ঝড়-বৃষ্টি চলবে। এমনটাই জানা গেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে। পাশাপাশি ১ জুন কেরালা উপকূলে মৌসুমী বায়ুর প্রবেশ এবং বর্ষার আগমন ঘটার কথা থাকলেও, সময়ের আগেই বর্ষা সুন্দরী আসতে চলেছে এদেশে, এমনটাই সঙ্কেত মিলছে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে। দীর্ঘ বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতে থাকা অস্বস্তি ও প্যাচপ্যাচে গরমের হাত থেকে এখন কিছুটা হলেও মুক্তি পাওয়া যাবে বলে হাওয়া অফিসের আশ্বাস-বাণী। এছাড়া আন্দামান উপকূলে আগামী ৪৮ ঘণ্টায় ব্যাপক ঝড়-বৃষ্টি সহ দুর্যোগের পূর্বাভাস রয়েছে। এর জেরে মৎস্যজীবীদের এই সময়ে সমুদ্রে নামতে নিষেধ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও দক্ষিণে সমুদ্র উপকূলে মৎস্যজীবীদের জন্য সর্তকতা জারি করা হয়েছে। তীব্র দাবদাহের পর ঝড় এবং বৃষ্টির আগমনের খবরে স্বস্তির আবহ শহরে।

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলেছে নারায়ণা স্কুল অভিযোগ অভিভাবকদের

স্টাফ রিপোটার: নিউটাউন সংলগ্ন রাজারহাট থানা এলাকার নারায়ণা স্কুলে প্রায় শতাধিক অভিভাবকরা সোমবার সকাল থেকেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাদের দাবি বর্তমান দিনের প্যাকেজ মার্কেটিং-র সাহায্যে এই স্কুল নানা সুবিধা দেওয়ার নাম করে মোটা টাকার বিনিময়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করিয়েছিল একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির জন্য। অথচ স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে অভিভাবকদের জানানো হয়নি যে তারা এখনও সিবিএসসির জন্য অনুমোদন পায়নি। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার আগে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারেন তারা আদপে নারায়র্ণা স্কুলের ছাত্রছাত্রীই নন। তারা কেউ মধ্যমগ্রাম স্কুলে কেউ বা আবার নিউটাউনের বোধিচারিয়া স্কুলের ছাত্রছাত্রী। পরে রবিরার সকালে সিবিএসসি বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক ফল প্রকাশের পর ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কারণ তাদের অভিযোগ মাধ্যমিক পরীক্ষায় তারা যে নম্বর পেয়েছিল তার থেকে অর্ধেকেরও কম নম্বর উচ্চমাধ্যমিকে তাদের দেওয়া হয়েছে। কারণ হিসাবে অভিভাবকদের দাবি, অন্যস্কুল থেকে পরীক্ষা দেওয়ার কারণে প্র্যাক্টিক্যালে ওই ছাত্রছাত্রীদের নম্বর দেওয়া হয়নি। ফলে যারা মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল তারা কোনও রকমে পাশ করেছে এবারে। ফলে সেই সব ছাত্রছাত্রীরা তাদের জীবনের লক্ষ্য থেকে সরে যাচ্ছে। এই অবস্থায় স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়ে অভিভাবকরা তাদের সন্তাদের ভবিষ্যতৎকে সুরক্ষিত করতে স্কুল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। এই বিষয়ে একজন অভিভাবক দিপ্তেন্দু সান্যাল জানান, “এইভাবে স্কুল যদি হাত তুলে নেয় তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে। তাই আমরা স্কুলের মাধ্যমেই বোর্ডের কাছে আবেদন করতে চাইছি। তাছাড়া ভর্তির সময়ে স্কুল কর্তৃ পক্ষ আমাদের কাছে তথ্য গোপন করেছিল, আর পরে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে বলেই আমাদের দাবি। যার খেসারত দিতে হচ্ছে আমাদের সন্তানদের”। তবে এই বিষয়ে রাজারহাট থানায় সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।